বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা

বনাম

বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৩১৪)

৩০শে জুলাই, ২০১৮

[আর. এফ. নরিম্যান এবং ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬:

ধারা ৩৪ (৫)--বাধ্যতামূলক হোক বা নির্দেশমূলক--স্থির হয়েছেঃ যখন কোন বিধান আইনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রচার না করে সাধারণ অসুবিধা বা অবিচারের কারণ হয়, তখন বিধানটিকে নির্দেশমূলক হিসেবে ঘোষণা করতে হবে--ধারা ৩৪(৫) একটি পদ্ধতিগত বিধান, যার লঙ্ঘনের ফলে কোনও পরিণতি হয় না--এই ধরণের বিধানকে বাধ্যতামূলক হিসেবে ব্যাখ্যা করা ন্যায়বিচারের অগ্রগতিকে পরাজিত করবে কারণ এটি ন্যায্যতার উপাদানকে কবর দিয়ে ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার পরিণতি প্রদান করবে - আইনের ব্যাখ্যা।

রায়/আদেশঃ

পূর্ববর্তী রায়টি যে কারণগুলির উপর ভিত্তি করে তা বিরক্ত না করে সাব সাইলেন্টিও বাতিল করা যায় না।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করেছেঃ ১.১) সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৩৪ (৫) একটি পদ্ধতিগত বিধান, যার লঙ্ঘনের কোনও ফল হয় না। এই বিধানের পিছনে উদ্দেশ্য হল ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদনগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা। পদ্ধতির সমস্ত নিয়ম ন্যায়বিচারের সহায়ক এবং যদি ন্যায়বিচারের কারণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট করা হয় যে এই ধরনের বিধানকে নির্দেশমূলক হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, তবে তাই হোক। এই ধরনের বিধানকে বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচনা করা ন্যায়বিচারের অগ্রগতিকে পরাজিত করবে কারণ এটি ৩৪ (৫) ধারার প্রয়োজনীয়তা মেনে না গিয়ে দায়ের করা আবেদন খারিজ করার পরিণতি প্রদান করবে, এর ফলে ন্যায়বিচারের উপাদানকে কবর দেওয়া হয়েছে এবং ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

১.২) সুবিধা এবং ন্যায়বিচারের বিবেচনা সর্বাগ্রে, এবং যদি আইনের আসল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রচার না করে সাধারণ অসুবিধা বা অবিচারের ফলে ঘটে, তাহলে বিধানটিকে নির্দেশমূলক হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

১.৩) ধারা ৩৪ (১)-এর একমাত্র প্রয়োজনীয়তা হল যে কোনও পুরস্কার বাতিল করার জন্য আবেদনটি উপ-ধারা (২) এবং (৩) অনুসারে হতে হবে। এটি, আবার, এই সত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যে এমনকি আইনীভাবে, ধারা ৩৪-এর উপ-ধারা (৫) একটি পূর্বশর্ত শর্ত নয়, বরং একটি পদ্ধতিগত বিধান যা ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদনগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হ্রাস করতে চায়।

১.৪) ধারা ২৯ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ধারা ৩৪ (৫) এবং (৬)-এর বিপরীতে যদি কোনও পুরস্কার ধারার নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের বাইরে দেওয়া হয়, তবে সালিসকারীর আদেশ বাতিল করার পরিণতি স্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে। এই বিধানটি ধারা ৩৪ (৫) এবং (৬)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত যেখানে, ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়কাল যদি শেষ হয়ে যায়, তবে কোনও পরিণতি প্রদান করা হয় না। এটি আরও একটি সূচক যে একই সংশোধনী আইন, যখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সময়সীমা প্রদান করে, তখন তা ভিন্ন পরিণতির উদ্দেশ্যে তা করেছিল।

১.৫) অতএব, এটি সঠিক নয় যে ধারা ৩৪ (৫) ধারা ৩৪ (৬) থেকে স্বাধীন এবং এটি নিজেই একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা। ধারা ৩৪-এর উপ-ধারা (৬) উপ-ধারা (৫)-এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি অন্য পক্ষের উপর জারি করার তারিখকে বোঝায়। এটি এই কারণে যে আবেদন জমা দেওয়ার পূর্ববর্তী তারিখটি ধারা ৩৪ (৬)-এ উল্লিখিত এক বছরের সময়কালের সূচনা বিন্দু হতে হবে। এমনকি যদি উপ-ধারা (৫) উপ-ধারা (৬) থেকে স্বাধীন বিধান হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে আইনের একই পরিণতি হল ফলাফল-অর্থাৎ, যদি এই ধরনের পূর্ব বিজ্ঞপ্তি জারি না করা হয় তবে কোনও ফলাফল প্রদান করা হয় না।

১.৬) যে আদালতে ৩৪ ধারার আবেদন দাখিল করা হয়েছে, সেই প্রতিটি আদালতের প্রচেষ্টা হবে আবেদনকারী বা আদালত কর্তৃক বিপরীত পক্ষের কাছে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে এক 'কানের সময়সীমা মেনে চলা। যদি আদালত ৩৪ (৩) ধারায় উল্লিখিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে বিজ্ঞপ্তি জারি করে, তবে প্রতিটি আদালত উক্ত আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে ধারা ৩৪ এর আবেদন নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে, যা ২০১৫ সালের বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ হাইকোর্ট আইনের ধারা ১৪ তে যা বলা হয়েছে তার অনুরূপ।

২০১৫ সালের সংশোধনী আইনের ১৩ (৬) ধারা যুক্ত করার মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে, তা কার্যকর হবে।

১.৭) ২০১৫ সালের হাইকোর্টের বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং বাণিজ্যিক আপিল বিভাগের ১৪ ধারার সঙ্গে পঠিত ধারা ১০-এর আওতায় আসা মামলাগুলিতে, বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ নির্ধারিত ছয় মাসের মধ্যে তার কাছে দায়ের করা আপিল নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে। যে আপিলগুলি এইভাবে অন্তর্ভুক্ত নয় সেগুলিও আপিল দায়ের করার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি করা হবে।

কৈলাশ বনাম নানহকু এবং অন্যান্যরা (২০০৫) ৪ এস. সি. সি. ৪৮০: [২০০৫] ৩ এস. সি. আর. ২৮৯: টপলাইন জুতো বনাম কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক (২০০২) ৬ এস. সি. সি. ৩৩: [২০০২] ৩ এস. সি. আর. ১১৬৭: সালেম অ্যাডভোকেট্ বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারতের ইউনিয়ন (২০০৫) ৬ এস. সি. সি. ৩৪৪: [২০০৫] ১ সম্পূরক এস. সি. আর. ৯২৯: নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো. লিমিটেড বনাম হিলি মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৫) ১৬ এস. সি. সি. ২০: জে জে মার্চেন্ট (ডঃ) বনাম শ্রীনাথ চতুর্বেদী (২০০২) ৬ এস. সি. সি. ৬৩৫: [২০০২] ১ সম্পূরক এস. সি. আর. ৪৬৯: রাজ্য বনাম এন. এস. জ্ঞানেশ্বরন (২০১৩) ৩ এসসিসি ৫৯৪; বিখরাজ জয়পুরিয়া বনাম ভারতের ইউনিয়ন [১৯৬২] ২ এসসিআর ৮৮০–নির্ভর করা হয়েছে।

বিহারী চৌধুরী এবং আরেকজন বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা (১৯৮৪) ২ এস. সি. সি ৬২৭: [১৯৮৪] ৩ এস. সি. আর ৩০৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

২) পূর্ববর্তী রায়টি যে কারণগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে তা বিচলিত না করে সাব সাইলেন্টিও বাতিল করা যায় না।

ম্যাক্সওয়েল অন ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাচুয়েটস ১০ সংস্করণ পৃষ্ঠা ৩৭৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার প্রসঙ্গ

[2005] 3 SCR 289 relied on Para 4

[2002] 3 SCR 1167 relied on Para 11

[2005] 1 Suppl. SCR 929 relied on Para 13

2015) 16 SCC 20 relied on Para 14

[2002] 1 Suppl. SCR 469 relied on Para 14

(2013) 3 SCC 594 relied on Para 18

[1962] 2 SCR 880 relied on Para 19

[1984] 3 SCR 309 referred to Para 21

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৩১৪।

২০১৬ সালের ১৮৪১ নং চিঠির পেটেন্ট আপিলে পাটনার হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২৮.১০.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

নগেন্দ্র রাই, পরাগ পি. ত্রিপাঠি, প্রবীণ আইনজীবী, গোপাল সিং, মনীশ কুমার, মিসেস অপরাজিত সুদ, জয়ন্ত কুমার মেহতা, রাজেশ কে. সিং, রাজেশ প্রসাদ চৌধুরী, সুভেনী ভগত, সুশ্রী মিশিকা বাজপেয়ী, উপস্থিত দলগুলির জন্য আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

আর. এফ. নরিমান- অনুমতি অনুমোদিত হয়েছে।

২) এই আবেদনে উত্থাপিত প্রশ্নটি ২০১৬ সালের ৩য় সংশোধনী আইন (২৩শে অক্টোবর, ২০১৫ থেকে) দ্বারা যুক্ত সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৩৪ (৫) বাধ্যতামূলক বা নির্দেশমূলক কিনা তা নিয়ে।

৩) বর্তমান আপিলটি একটি সালিশ কার্যধারা থেকে উদ্ভূত হয় যা ২৪.০৫.২০১৫-এ শুরু হয়েছিল। একটি সালিশ পুরষ্কার ০৬.০১.২০১৬-এ করা হয়েছিল। উক্ত পুরষ্কারকে বিরোধিতা করে একটি ধারা ৩৪ আবেদন পাটনা হাইকোর্টের সামনে ০৫.০৪.২০১৬-এ দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে আদালত দ্বারা বিপরীত পক্ষকে ১৮.০৭.২০১৬-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ধারা ৩৪ (৫) কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও, পক্ষগুলির মধ্যে সাধারণ ভিত্তি হল যে উক্ত ধারার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য পক্ষকে কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, বা ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদনটি একটি হলফনামা সহ ছিল না যা উক্ত উপ-ধারা দ্বারা প্রয়োজনীয় ছিল।

৪) পাটনা হাইকোর্টের একজন বিজ্ঞ একক বিচারক, ০৬.০৯.২০১৬ তারিখের একটি রায়ে, কৈলাস বনাম নানহকু এবং অন্যান্যরা (২০০৫) ৪ এসসিসি ৪৮০ মামলায় আমাদের রায়ের পর, ধারা ৩৪(৫) এর বিধানটি কেবলমাত্র নির্দেশিকা বলে রায় দিয়েছেন। একটি ডিভিশন বেঞ্চে একটি চিঠির পেটেন্ট আপিলের ফলে ২৮.১০.২০১৬ তারিখের অপ্রকাশিত আদেশটি কার্যকর হয়, যা ২০১৫ সালের সংশোধনীর দিকে পরিচালিত আইন কমিশনের প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত ছিল যে ধারা ৩৪(৫) এর বাধ্যতামূলক ভাষা, এর উদ্দেশ্য সহ,

এটি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে উপ-ধারাটি ধারা ৩৪-এর অধীনে যথাযথ আবেদন দায়ের করার পূর্বশর্ত ছিল এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৮০ ধারার অধীনে জারি করা একটি বিজ্ঞপির সাদৃশ্য হিসাবে, সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পূর্বশর্ত হিসাবে, ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল যে যেহেতু এই বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তাটি মেনে চলা হয়নি, এবং ১২০ দিনের সময়কাল শেষ হয়ে গেছে, তাই ধারা ৩৪-এর আবেদনটি নিজেই খারিজ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত, এটি আপিলের অনুমতি দেয় এবং একক বিচারপতির রায় বাতিল করে দেয়।

৫) আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নাগেন্দ্র রাই যুক্তি দেখিয়েছেন যে লেটার্স পেটেন্ট আপিল নিজেই রক্ষণযোগ্য ছিল না। তিনি আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যে কোনও ক্ষেত্রে, ধারা ৩৪ (৫) এবং (৬) একটি সমন্বিত প্রকল্পের অংশ, যার উদ্দেশ্য হল ধারা ৩৪-এর অধীনে একটি আবেদন এক বছরের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তি করা। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যদি এই ধরনের আবেদন এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি না করা হয় তবে কোনও ফলস্বরূপ সরবরাহ করা হয় না, তবে পূর্বোক্ত বিধানগুলি কেবল নির্দেশমূলক, এতে ব্যবহৃত ভাষার বাধ্যতামূলক প্রকৃতি সত্ত্বেও। তিনি আরও যোগ করেছেন যে পদ্ধতিগত বিধানগুলিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যে ন্যায়বিচার নিজেই পদদলিত হয়। এই উদ্দেশ্যে, তিনি এই আদালতের বিভিন্ন রায়ের উল্লেখ করেছেন এবং তার উপর নির্ভর করেছেন।

৬) শ্রী পরাগ পি. ত্রিপাঠি, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী, রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা এবং ধারা ৩৪ (৫) বাধ্যতামূলক বিধান উভয় ক্ষেত্রেই হাইকোর্টের রায়কে রক্ষা করেছিলেন। বিজ্ঞ প্রবীণ উকিলের মতে, ধারা ৩৪ (৬)-এর সময়সীমা চলে গেলে কোনও ফলাফল দেওয়া হয়নি, তবুও, ধারা ৩৪-এর অধীনে যে আবেদনটি জমা দেওয়া হয় তা মেনে না চলে, ধারা ৩৪ (৫)-এ বর্ণিত পূর্বশর্তটি এমন একটি আবেদন যা আইনত অকার্যকর। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে পরবর্তী ফলাফলটি ৩৪ ধারার উপ-ধারা (৬) থেকে নয়, বরং তার উপ-ধারা (৩) থেকে আসে, যার অধীনে এই ধরনের আবেদন বিবেচনা করা যায় না যদি এটি নির্ধারিত সময়কাল এবং/অথবা ৩৪ (৩) ধারায় উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের বাইরে হয়। তিনি আইন কমিশনের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করেছিলেন যা ২০১৫ সালের সংশোধনীর দিকে পরিচালিত করেছিল, পাশাপাশি ৩৪ (৫) ধারার ভাষার বাধ্যতামূলক প্রকৃতির উপরও নির্ভর করেছিলেন। এছাড়াও, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, হাইকোর্টের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই বিধানটিকে বাধ্যতামূলক হিসাবে গণ্য করার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একমাত্র অসঙ্গতিপূর্ণ নোটটি বোম্বে হাইকোর্ট দ্বারা আঘাত করা হয়েছে।

৭) ধারা ৩৪(৫) এবং (৬) নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে:

"৩৪) সালিসী রায় বাতিল করার জন্য আবেদন--

xxx xxx xxx

(৫) এই ধারার অধীনে একটি আবেদন শুধুমাত্র অন্য পক্ষকে একটি পূর্ব বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরে একটি পক্ষ দ্বারা দায়ের করা হবে এবং এই ধরনের আবেদনের সাথে আবেদনকারী দ্বারা একটি হলফনামা দেওয়া হবে যা উক্ত প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি সমর্থন করে।

(৬) এই ধারার অধীনে একটি আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে, এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি অন্য পক্ষের উপর জারি করার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে।

৮) শ্রী ত্রিপাঠীর যুক্তির সমর্থনে ৩৪ ধারার ভাষা যে যথেষ্ট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ ব্যবহৃত অভিব্যক্তিগুলি হল "হবে", "শুধুমাত্র পরে" এবং "পূর্ব বিজ্ঞপ্তি" এবং সেই আবেদনের সাথে আবার "হবে" যার সাথে সম্মতি অনুমোদনকারী একটি হলফনামা থাকবে।

৯) ২৪৬তম আইন কমিশনের প্রতিবেদন, যা উপরোক্ত বিধানটি প্রবর্তন করেছিল, তাও আকর্ষণীয় পাঠযোগ্য, যা নীচে উল্লেখ করা হল:

"৩) সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (এরপর থেকে "আইন") আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ সম্পর্কিত আনসিট্রাল মডেল আইন, ১৯৮৫ এবং আনসিট্রাল সমঝোতা বিধি, ১৯৮০ এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই আইনটি প্রায় দুই দশক ধরে বলবৎ রয়েছে, এবং এই সময়ের মধ্যে, যদিও সালিশ দ্রুত মামলা-মোকদ্দমার বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তবুও এটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে উচ্চ ব্যয় এবং বিলম্ব, যা এটিকে পূর্ববর্তী ব্যবস্থার চেয়ে ভালো করে তোলেনি, যা প্রতিস্থাপন করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল; অথবা মামলা-মোকদ্দমার চেয়ে, যার বিকল্প প্রদান করার জন্য এটি একটি বিকল্প প্রদান করতে চায়। বিলম্ব সালিশ প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত, এবং সালিশের খরচ প্রচুর হতে পারে। যদিও সালিশের আগে, পরে এবং এমনকি সালিশের সময় উদ্ভূত কিছু বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধানে আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবুও আদালতে বিচারাধীন মামলার বিশাল তালিকায় সালিশ সম্পর্কিত মামলা আটকে যাওয়ার একটি গুরুতর হুমকি রয়েছে।

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি ১১৫৩

[আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

৩৪ ধারার অধীনে একটি বিরোধিতা পুরস্কারটিকে অমীমাংসিত করে তোলে এবং এই ধরনের আবেদনগুলি বেশ কয়েক বছর ধরে ঝুলে থাকে। দ্রুত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্য প্রায়শই হতাশ হয়ে পড়ে।

৪) অতএব, সালিসী প্রক্রিয়ায় ঘন ঘন উদ্ভূত হওয়া এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য আইনের কিছু বিধান সংশোধন করার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল কমিশনের প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ভিত্তি স্থাপন করা। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি ভারতে সালিশের বর্তমান ব্যবস্থাকে জর্জরিত করে এমন বিভিন্ন বিষয়কে সম্বোধন করে এবং তাই, সংশোধনীগুলি নির্ধারণ করার আগে, প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি যে সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং যে প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত সমস্যাগুলি উদ্ভূত হয় এবং সেই প্রেক্ষাপটে তাদের সমাধানগুলি অবশ্যই দেখতে হবে তা চিহ্নিত করা কার্যকর হবে।

২৫) একইভাবে, কমিশন জানতে পেরেছে যে ৩৪ এবং ৪৮ ধারার অধীনে সালিসি পুরষ্কারের বিরোধিতাগুলি একইভাবে বহু বছর ধরে ঝুলে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে, কমিশন ৩৪ (৫) এবং ৪৮ (৪) ধারা যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে যার জন্য প্রয়োজন হবে যে এই ধারাগুলির অধীনে একটি আবেদন দ্রুত এবং যে কোনও ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে। আইনের ৪৮ ধারার অধীনে আবেদনের ক্ষেত্রে, কমিশন ধারা ৪৮ (৩) এর অধীনে আরও একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছে, যা ধারা ৩৪ (৩)-এ নির্ধারিত সময়সীমা প্রতিফলিত করে এবং এর লক্ষ্য হল দলগুলি যাতে এই ধারার অধীনে তাদের প্রতিকারগুলি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে এবং একটি বিচারিক ফোরামে দ্রুত যোগাযোগ করে, এবং কোনও পরবর্তী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে নয়।

১০) কোনও সন্দেহ নেই যে ৩৪ (৫) এবং (৬) ধারার উদ্দেশ্য, যেমন আইন কমিশন বলেছে, ধারা ৩৪-এর অধীনে একটি আবেদন বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে দ্রুত নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। আমাদের পরীক্ষা করতে হবে যে, এটি নিজেই ধারা ৩৪ (৫)-কে বাধ্যতামূলক হিসাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট কিনা, এই সত্যটি মাথায় রেখে যে যদি ধারা ৩৪ (৬)-এর অধীনে এক বছরের সময়সীমা মেনে চলা না হয়, তবে এর কোন পরিণতি প্রদান করা হয়নি।

১১) এই আদালতের কিছু রায় একই ধরনের বিধানকে শুধুমাত্র নির্দেশমূলক প্রকৃতির হিসাবে বিবেচনা করার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। এইভাবে, টপলাইন জুতা বনাম কর্পোরেশন ব্যাংক, (২০০২) ৬ এস. সি. সি ৩৩, ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর ধারা ১৩ (২) (এ)-তে, বিপরীত পক্ষের দ্বারা ৩০ দিনের মধ্যে বা এমন বর্ধিত সময়ের মধ্যে দায়ের করা উত্তরের কথা বলা হয়েছে যা জেলা ফোরাম দ্বারা অনুমোদিত হতে পারে।" এই আদালত ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি উল্লেখ করেছে, যা ১৯৯৬ সালের সালিশ ও সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪(৫) এবং (৬) সংশোধনের মাধ্যমে অর্জনের লক্ষ্যের অনুরূপ, নিম্নরূপ:

"৮) ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি ইঙ্গিত দেয় যে, ভোক্তাদের অধিকার ও স্বার্থের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য এবং তাদের অভিযোগের দ্রুত ও সহজ সমাধানের জন্য এটি প্রণয়ন করা হয়েছে। অতএব, এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরে আধা-বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এই আধা-বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলিকে 'উদ্দেশ্য ও কারণ' বিবৃতির ৪ প্রকরণ অনুসারে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি মেনে চলতে হবে, যা নিম্নরূপঃ

"৪) ভোক্তাদের বিরোধের দ্রুত ও সহজ সমাধানের জন্য জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে একটি আধা-বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই আধা-বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি পালন করবে এবং 'একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতির ত্রাণ দেওয়ার এবং যেখানেই উপযুক্ত, ভোক্তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আধা-বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলির দেওয়া আদেশ অমান্য করার জন্য শাস্তিও প্রদান করা হয়েছে।"

(মূল ভাষায় জোর দেওয়া হয়েছে)

'সুতরাং উত্তর দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা দেওয়ার উদ্দেশ্য আসলে এই ধরনের বিষয়গুলির শুনানি ত্বরান্বিত করা এবং উত্তর দাখিলের অজুহাতে কার্যধারা দীর্ঘায়িত করার জন্য অপ্রয়োজনীয় মুলতুবি এড়ানো। তবে, যে বিধানটি তৈরি করা হয়েছে, তা নির্দেশ করে না যে এটি বাধ্যতামূলক প্রকৃতির। যদি বর্ধিত সময় ১৫ দিনের বেশি হয়, তবে এর জন্য কোনও শাস্তিমূলক পরিণতি নির্ধারণ করা হয় না। "১৫ দিনের বেশি সময়" বাড়ানোর সময়কাল কোনও ধরণের সীমাবদ্ধতার সময় নির্ধারণ করে না। এই বিধানটি ডিরেক্টরি প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছে, যা সাধারণত ভোক্তা ফোরামগুলিকে তাদের সামনের কার্যক্রমে প্রয়োগ করার কথা।

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি ১১৫৫

[আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

আমরা আপীলকারীর ব্যক্তিগতভাবে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও জোর খুঁজে পাই না, যে কোনও ক্ষেত্রে, যাই হোক না কেন, উত্তরদাতার উত্তর ৪৫ দিনের সময়কালের বাইরে নথিতে নেওয়া যেতে পারে। এই বিধানটি এই ধরনের বিরোধগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পদ্ধতির মাধ্যমে আরও বেশি। এটি কঠোর শর্তে "আকাঙ্ক্ষার" অভিব্যক্তি। তবে এটি অভিযোগকারীর পক্ষে কোনও ধরণের মূল অধিকার তৈরি করতে ব্যর্থ হয় যার কারণে যে কোনও পরিস্থিতিতে উত্তরদাতাকে প্রতিরক্ষায় তার বক্তব্য রাখতে বাধা দেওয়া যেতে পারে। এটি ফোরাম বা কমিশনের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে উত্তর দাখিল করার জন্য সময়সীমা প্রদানকারী আইনের বিধানগুলির সাথে সমস্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করা এবং তারপরে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে যতটা সম্ভব তার বিবেচনার প্রয়োগ করা এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলিও মাথায় রেখে এই জাতীয় মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্য অর্জন করা। ফোরাম আইনের ১৩ (২) (ক) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ দিনের বেশি সময় বাড়াতে অস্বীকার করতে পারে তবে ১৫ দিনের মেয়াদ বাড়ানোর সময়কাল অতিক্রম করলে, আদেশে কোনও মারাত্মক অবৈধতা ঘটবে না।

আদালত আরও স্থির করেছেঃ

"১১) আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (২)-এর ধারা (ক)-এর অধীনে যে বিধান রয়েছে, তা পদ্ধতিগত প্রকৃতির। এটিও স্পষ্ট যে, আইনের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে, এই ধরনের মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হতে পারে, যাতে ৩০ দিনের মধ্যে জবাব দাখিল করতে হয় এবং সময়সীমা ১৫ দিনের বেশি না হতে পারে। এই বিধানে বলা হয়েছে যে, বিরোধী পক্ষ তার জবাব দাখিল না করলে কার্যধারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য দীর্ঘায়িত হতে পারে না। তবে ১৫ দিনের বেশি সময় বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও শাস্তিমূলক পরিণতির ব্যবস্থা করা হয়নি। অতএব, এটি বলা যায় না যে আপিলকারীর পক্ষে অর্জিত কোনও মৌলিক অধিকার বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল, যদিও মোট ৪৫ দিনের বেশি। উত্তরটি অগত্যা প্রত্যাখ্যান করা হবে না। মামলার সমস্ত তথ্য ও পরিস্থিতি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। আইনের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলিও মনে রাখতে হবে।

১২) কৈলাসে (উপরে উল্লিখিত), এই আদালত এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল যে, ২০০২ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা সিপিসির আদেশ VIII বিধি ১ সংশোধনের পরে, উক্ত বিধানটি বাধ্যতামূলক হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত কিনা। রায়ের অনুচ্ছেদ ২৬-এ এই বিধানটি নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে:

"২৬) আদেশ ৮-এর নিয়ম ১-এর পাঠ্য, যা এখন রয়েছে, তা নিম্নরূপঃ

"১) লিখিত বিবৃতি-আসামী তার বিরুদ্ধে সমন জারির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে তার প্রতিরক্ষার একটি লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন করবেঃ

শর্ত থাকে যে, যদি বিবাদী উক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্য যে কোনও দিনে লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে, তবে যা সমন জারির তারিখ থেকে নব্বই দিনের বেশি পরে হবে না।

একটি শিক্ষামূলক রায়ে, এই আদালত স্থির করেছেঃ

"২৭) তিনটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, যে ভাষায় আদেশ ৮-এর নিয়ম।-এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে তা যত্ন সহকারে পড়ে দেখা যায় যে, সমন জারির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে এবং ৯০ দিনের মধ্যে বর্ধিত সময়ের মধ্যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করা বিবাদীর উপর একটি বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে। এই বিধানটি আদালতের ক্ষমতা নিয়ে কাজ করে না এবং লিখিত বিবৃতিটি রেকর্ড করার জন্য আদালতের ক্ষমতাও বিশেষভাবে কেড়ে নেয় না, যদিও সময়সীমার বাইরে দাখিল করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আদেশ ৮-এর নিয়ম ১-এ থাকা বিধানের প্রকৃতি পদ্ধতিগত। এটি মূল আইনের অংশ নয়। তৃতীয়ত, বর্তমান আকারে আদেশ ৮ বিধি ১ প্রতিস্থাপনের পিছনে উদ্দেশ্য হল অযৌক্তিক আসামীদের বিলম্বিত কৌশল অবলম্বন করা, মামলাগুলির নিষ্পত্তি করতে বিলম্ব করা যা বাদী এবং আবেদনকারীদের দ্রুত স্বস্তির জন্য আদালতে যাওয়ার জন্য এবং আদালতের মুলতুবির জন্য ঘন ঘন প্রার্থনার মুখোমুখি হওয়া আদালতের গুরুতর অসুবিধার জন্য। উদ্দেশ্য হল শুনানি ত্বরান্বিত করা এবং এটিকে ব্যাহত করা নয়। ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াটি দ্রুত এবং তাড়াহুড়ো করা যেতে পারে তবে ন্যায়বিচারের একটি মৌলিক উপাদান যা ন্যায়বিচারকে কবর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি ১১৫৭

[আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

৩০) এটিও লক্ষণীয় যে যদিও বিধি ১ আদেশ ৮-এর সাথে সংযুক্ত বিধানের অধীনে আদালতের ক্ষমতা "নব্বই দিনের পরে হবে না" এই শব্দগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ, তবে সময় না বাড়ানো থেকে প্রবাহিত পরিণতিগুলি নির্দিষ্টভাবে সরবরাহ করা হয় না যদিও সেগুলি প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারা পড়া যেতে পারে। কেবলমাত্র যেহেতু আইনের কোনও বিধান বাধ্যতামূলক অক্ষর বোঝায় এমন নেতিবাচক ভাষায় লেখা থাকে, তাই এটি ব্যতিক্রম ছাড়া হয় না। আদালত যখন বিধানটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য ডাকা হয়, তখন পুরো প্রসঙ্গটি বিবেচনা করে, যেখানে বিধানটি কার্যকর করা হয়েছিল, সেটিকে ডিরেক্টরি হিসাবে ধরে রাখতে পারে, যদিও নেতিবাচক আকারে শব্দ করা হয়েছে।

৩৫) আমাদের সামনে সিদ্ধান্তের জন্য উদ্ভূত ইস্যুটির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন দুটি সিদ্ধান্ত আমাদের নজরে আনা হয়েছে, উভয় পক্ষের বিদ্বান পরামর্শদাতার দ্বারা একটি করে। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে টপলাইন জুতা লিমিটেড বনাম কর্পন ব্যাংক [(২০০২) ৬ এসসিসি ৩৩] মামলায় ১৯৮৬ সালের ভোক্তা সুরক্ষা আইনের ১৩ ধারায় অন্তর্ভুক্ত একটি প্যারি ম্যাটেরিয়া বিধান আদালতের বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। এই বিধানে অভিযোগকারী বিরোধী পক্ষকে ৩০ দিনের মধ্যে বা জেলা ফোরাম কর্তৃক অনুমোদিত ১৫ দিনের অনধিক বর্ধিত সময়ের মধ্যে মামলার তার বক্তব্য দিতে হবে। আদালত উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি এবং উত্তর দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা প্রদানের পিছনে আইনী অভিপ্রায় বিবেচনা করে স্থির করেছিলঃ **(i)** বর্ধিত সময় ১৫ দিনের বেশি হলে কোনও শাস্তিমূলক পরিণতি নির্ধারিত না হওয়ায় প্রণীত বিধানটি বাধ্যতামূলক নয় এবং **(ii)** বিধানটি ডিরেক্টরি প্রকৃতির ছিল এবং এর অর্থ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যে কোনও ক্ষেত্রেই উত্তরদাতার উত্তর ৪৫ দিনের বেশি সময়ের মধ্যে নথিভুক্ত করা যাবে না।

৪৬) আমরা সংক্ষেপে আমাদের সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ বর্ণনা করিঃ

(iv) সিপিসি-র আদেশ ৮ বিধি ১-এর অধীনে লিখিত বিবৃতি দাখিলের সময়সূচী প্রদানের উদ্দেশ্য হল শুনানি ত্বরান্বিত করা এবং তা ব্যাহত করা নয়। এই বিধানে উত্তরদাতার উপর অক্ষমতা উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি সময় বাড়ানোর জন্য আদালতের ক্ষমতার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না, যদিও সিপিসি-র আদেশ ৮, বিধি ১-এর অনুবিধির ভাষা নেতিবাচক আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে, তবে এটি অমান্য থেকে প্রবাহিত কোনও শাস্তিমূলক পরিণতি নির্দিষ্ট করে না। বিধানটি পদ্ধতিগত আইনের ক্ষেত্রের মধ্যে থাকায়, এটি ডিরেক্টরি রাখতে হবে এবং বাধ্যতামূলক নয়। সিপিসির আদেশ ৮ বিধি ১ অনুসারে নির্ধারিত সময়সূচীর বাইরে লিখিত বিবৃতি দাখিলের জন্য সময় বাড়ানোর আদালতের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নেওয়া হয়নি।

১৩) সালেম অ্যাডভোকেট্ বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (২০০৫) ৬ এস. সি. সি ৩৪৪-এ ২০ অনুচ্ছেদে এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি একই রকম, যা এখানে নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ

"২০) আদেশ ৮ বিধি ১-এ" হবে "শব্দের ব্যবহার নিজেই এই বিধানটি বাধ্যতামূলক বা ডিরেক্টরি কিনা তা নির্ধারণের জন্য চূড়ান্ত নয়। এই বিধানটি দ্বারা কোন উদ্দেশ্যটি পরিবেশন করা প্রয়োজন তা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে এবং এর নকশা এবং প্রসঙ্গ যেখানে এটি কার্যকর করা হয়েছে। "হবে" শব্দের ব্যবহার সাধারণত বিধানটির বাধ্যতামূলক প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয় তবে যে প্রসঙ্গে এটি ব্যবহার করা হয়েছে বা আইনের উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে, এটিকে ডিরেক্টরি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রশ্নযুক্ত নিয়মটিকে ন্যায়বিচারের কারণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এটিকে পরাজিত করতে হবে না। পদ্ধতির নিয়মগুলি ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করা হয় এবং এটিকে পরাজিত করার জন্য নয়। এমন নিয়ম বা পদ্ধতির নির্মাণ যা ন্যায়বিচারকে উৎসাহিত করে এবং ব্যর্থতা রোধ করে তা অগ্রাধিকার দিতে হবে। পদ্ধতির শূন্যগুলি ন্যায়বিচারের দাসী এবং এর উপপত্নী নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, কঠোর ব্যাখ্যা ন্যায়বিচারকে পরাজিত করবে।

১৪) তবে, নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো. লিমিটেড বনাম হিলি মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড, (২০১৫) ১৬ এস. সি. সি. ২০-তে প্রতিবেদন করা ০৪.১২.২০১৫ তারিখের একটি রায় দ্বারা একটি অসঙ্গতিপূর্ণ নোট আঘাত হানে। তিনজন বিজ্ঞ বিচারকের একটি বেঞ্চ জে জে মার্চেন্ট (ডঃ) বনাম শ্রীনাথ চতুর্বেদী, (২০০২) ৬ এস. সি. সি ৬৩৫-এর রায়কে পুনরুজ্জীবিত করে। কৈলাসে (উপরে উল্লিখিত)-তে জেজে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-কে নিম্নরূপে বিশিষ্ট করা হয়েছিল:

"৩৮) অন্যদিকে, উত্তরদাতার পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জেজে মার্চেন্ট (ডঃ) বনাম শ্রীনাথ চতুর্বেদী [(২০০২) ৬ এসসিসি ৬৩৫] মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে আমরা সিপিসির আদেশ ৮ বিধি ১ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ১৫ এর মাধ্যমে উল্লেখ করতে দেখেছি এবং আদালত বলেছে যে আইনের আদেশ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি ১১৫৯

[আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

রায়টি যত্ন সহকারে পড়ার ফলে দেখা যায় যে আদেশ ৮ বিধি। রায়টি মনোযোগ সহকারে পড়লে দেখা যায় যে, সিপিসির আদেশ ৮ বিধি ১-এর বিধানগুলি সরাসরি আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়নি এবং সেই পরিমাণে আদালতের পর্যবেক্ষণগুলিও প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও, টপলাইন জুতা লিমিটেড [(২০০২) ৬ এসসিসি ৩৩] মামলায় এই আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।"

এই পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও, নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো. লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত) বিচারপতি মেরেহন্তের (উপরে) রায় অনুসরণ করে বলেছিলঃ

২৫) অতএব, আমরা মনে করি যে জেজে মার্চেন্ট [জেজে মার্চেন্ট বনাম শ্রীনাথ চতুর্বেদী, (২০০২) ৬ এসসিসি ৬৩৫] মামলায় প্রদত্ত রায় যুক্তিসঙ্গত এবং তাই, আমরা এই মতামত পুনর্ব্যক্ত করছি যে জেলা ফোরাম বিপরীত পক্ষকে তার বক্তব্য বা উত্তর দাখিলের জন্য আরও ১৫ দিন সময় দিতে পারে, এর বেশি নয়।

২৬) জে জে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-তে বর্ণিত আইন অনুসরণ করার আরও একটি কারণ রয়েছে। জে জে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-এর বিষয়ে ২০০২ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যেখানে কৈলাশ (কৈলাশ বনাম নানকু, (২০০৫) ৪ এস. সি. সি ৪৮০)-এর বিষয়ে ২০০৫ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন অনুসারে, কৈলাশ (উপরে উল্লিখিত)-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, এই আদালতের জে জে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-তে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করা উচিত ছিল কারণ জে জে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-এর রায় আগে দেওয়া হয়েছিল। উপরিউক্ত আইনি অবস্থান আমাদের দ্বারা উপেক্ষা করা যায় না এবং তাই, আমাদের মতামত হল জে জে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-তে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা উচিত।

১৫) জে জে মার্চেন্ট (উপরে) জাতীয় গ্রাহক বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কাছে দায়ের করা একটি বিবিধ আবেদন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যাতে আইনের জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে অভিযুক্ত চিকিৎসা অবহেলার জন্য দায়ের করা অভিযোগের দেওয়ানি আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উক্ত ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও বিচারাধীন ছিল। রায়ের ৪র্থ অনুচ্ছেদে আদালত বলেছে যে গ্রাহক ফোরাম যে ধরনের মামলা গ্রহণ করবে না সে সম্পর্কে কিছু নির্দেশিকা নির্ধারণ করা দরকার। অভিযোগ নিষ্পত্তিতে প্রায় নয় বছর ধরে অস্বাভাবিক বিলম্ব লক্ষ্য করার পর, এই আদালত মনে করে যে এই বিলম্ব অভিযোগ খারিজ করার এবং অভিযোগকারীকে দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার কোনও কারণ হবে না।

জটিল তথ্যগত প্রশ্নগুলির সারসংক্ষেপে নিষ্পত্তি করা যাবে না এই যুক্তির জবাবে, এই আদালত বলেছে যে দ্রুত বিচারের অর্থ এই নয় যে যখন তথ্যগত প্রশ্নগুলি মোকাবেলা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা থাকে তখন ন্যায়বিচার করা যাবে না। দ্রুত বিচারের এই প্রসঙ্গেই আদালত লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার জন্য ৪৫ দিনের বেশি সময় না দেওয়ার আইনী আদেশ সম্পর্কে একটি পর্যবেক্ষণ করেছিল, প্রকৃতপক্ষে, আদালত এই সত্যের প্রতি সচেতন ছিল যে অভিযোগ, আপিল এবং সংশোধন নিষ্পত্তির জন্য সংশোধিত গ্রাহক সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর অধীনে কোনও সময়সীমা ছিল না। এই আদালত তাই বলেছেঃ

"২৩) বকেয়া হ্রাস করার জন্য এবং অভিযোগ, আপিল ও সংশোধন দ্রুত এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য, আমরা আশা করি যে জাতীয় কমিশনের সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং আইনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য যাতে হতাশ না হয় তা দেখবেন।

২৫) আশা করা যায় যে, জাতীয় কমিশন এই আইনের বিধান অনুযায়ী জেলা ফোরাম, রাজ্য কমিশন এবং 'জাতীয় কমিশন যতটা সম্ভব দক্ষতার সঙ্গে এবং দ্রুত তার কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারবে। অন্যান্য বিষয়ের শুনানিতে অভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী জারি করার জন্য জাতীয় কমিশনের সমস্ত রাজ্য কমিশনের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যকে সর্বোত্তমভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য কমিশন বা জেলা ফোরামের কাজকর্ম তদারকির ক্ষেত্রেও এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

আদালত তখন গ্রাহক সুরক্ষা (সংশোধনী) বিল, ২০০২-এর কথা উল্লেখ করে, যা আইনের ১৩ ধারায় উপ-ধারা (৩-ক) অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল, যা নিম্নরূপঃ

"৩০)

"১৩) (৩-ক) প্রতিটি অভিযোগ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুনানি করতে হবে এবং বিপরীত পক্ষ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা হবে যেখানে অভিযোগের জন্য পণ্য বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই এবং যদি পণ্য বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার প্রয়োজন হয় তবে পাঁচ মাসের মধ্যে:

শর্ত থাকে যে, পর্যাপ্ত কারণ দেখানো না হলে এবং ফোরাম কর্তৃক মুলতুবি মঞ্জুরের কারণ লিখিতভাবে নথিভুক্ত না করা হলে জেলা ফোরাম দ্বারা সাধারণত কোনও মুলতুবি মঞ্জুর করা হবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, জেলা ফোরাম এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধানগুলিতে প্রদত্ত মুলতুবির কারণে হওয়া ব্যয় সম্পর্কে আদেশ দেবে।

(মূল ভাষায় জোর দেওয়া হয়েছে)

৩১. উপরোক্ত ধারার শব্দবিন্যাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, জেলা ফোরাম বা কমিশনগুলিকে আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি কঠোরভাবে মেনে নির্ধারিত তিন মাসের মধ্যে যতটা সম্ভব অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য আইন প্রণয়ন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিরোধী পক্ষকে তার অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তার বক্তব্য জমা দিতে হবে এবং কমিশন তার বক্তব্য দাখিল করার জন্য কিছু অনিবার্য কারণে আরও ১৫ দিনের সময় দিতে পারে।

আদালত তাই এই বিষয়ে সচেতন ছিল যে, তিন মাসের সময়সীমা মেনে না চলার জন্য কোনও পরিণতি নির্ধারণ করা হয়নি। ফলস্বরূপ, গ্রাহক সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬, এর অধীনে কার্যধারার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব এড়ানোর জন্য কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

১৬) এইভাবে দেখা যাবে যে, জে জে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-এর মধ্যে কোনও কেন্দ্রীভূত যুক্তি ছিল না যে, ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এর ধারা ১৩ (২) (ক)-এর বিধানগুলিকে নির্দেশনামূলক হিসাবে ধরে রাখা যেতে পারে কিনা, যতটা ৪৫ দিনের বেশি সময় ধরে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য কোনও ফলাফলের ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, জে জে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-এর শুনানির আগে টোপলি শুজ (উপরে উল্লিখিত) এই আদালতের রায়টি উদ্ধৃতও করা হয়নি।

১৭) এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, কৈলাস (উপরে উল্লিখিত) মামলায় তিন বিচারপতির বেঞ্চের জেজে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত) মামলায় সিপিসির আদেশ অষ্টম বিধি ১-এর একটি প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে সম্মান করা উচিত ছিল তা বোঝা একটু কঠিন। দুর্ভাগ্যবশত, নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো. লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত)-এ যা বাদ পড়েছিল তা হল কৈলাশ (উপরে উল্লিখিত)-এর ৩৮ অনুচ্ছেদ যা এখানে উপরে বের করা হয়েছে। কৈলাস (উপরে উল্লিখিত)-এর ৩৮ অনুচ্ছেদে যেমনটি বলা হয়েছে, জেজে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-তে তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে টপলাইন জুতা (উপরে উল্লিখিত)-কে উদ্ধৃত করা হয়নি, তা ১৯৮৬ সালের ভোক্তা সুরক্ষা আইনের ১৩(২)(ক) ধারা বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হওয়ায় উপরোক্ত রায়কে দুর্বল করে তুলবে। পূর্ববর্তী কোনও রায় নীরবে বাতিল করা যাবে না, কারণগুলির উপর ভিত্তি করে রায়টি বিঘ্নিত না করে।

জে জে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত) টপলাইন জুতোর (উপরে উল্লিখিত) অনুপাত নিয়ে কাজ করে না-অর্থাৎ, ১৫ দিনের বর্ধিত সময় অতিক্রম করার ক্ষেত্রে কোনও শাস্তিমূলক পরিণতির ব্যবস্থা করা হয়নি; অতএব, দাবিদারদের পক্ষে কোনও মূল অধিকার অর্জিত হয়নি; এবং আইনের উদ্দেশ্য ও কারণগুলির বিবরণীতেও প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি শূন্যের মধ্যে রাখা হয়েছিল। নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো. লিমিটেড (উপরে উল্লিখিত)-এর রায়ে কৈলাশ (উপরে উল্লিখিত)-এর ৩৮ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা হয়নি বা জে জে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-কে সঠিকভাবে আলাদা করা হয়েছিল এই ভিত্তিতে যে জেজে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)) -তে সিপিসির আদেশ অষ্টম নিয়ম ১ সরাসরি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়নি। জেজে মার্চেন্ট (উপরে উল্লিখিত)-এর অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ১৫-এ সিপিসির আদেশ VIII নিয়ম ১-এর পর্যবেক্ষণগুলি সঠিকভাবেই ওবিটার ডিক্টার প্রকৃতির বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, এবং তাই, কৈলাসের তিন বিচারকের বেঞ্চের (সুপ্রা)-এর উপর বাধ্যতামূলক নয়। কৈলাসের (উপরে উল্লিখিত)-এর ক্ষেত্রে, এটি সিপিসির আদেশ VIII নিয়ম ১-এর প্রভাবের উপর একটি বাধ্যতামূলক রায়, যার যুক্তি সালেম বার অ্যাসোসিয়েশনের (উপরে উল্লিখিত)-এর তিন বিচারকের বেঞ্চ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৮) রাজ্য বনাম এন. এস. জ্ঞানেশ্বরন, (২০১৩) ৩ এস. সি. সি ৫৯৪-এ, এই আদালত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ১৫৪ (২) বাধ্যতামূলক বা ডিরেক্টরি ছিল কিনা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। উক্ত ধারাটি নিম্নরূপঃ

"১৫৪) জ্ঞানীয় ক্ষেত্রে তথ্য-

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নথিভুক্ত তথ্যের একটি অনুলিপি অবিলম্বে বিনা মূল্যে তথ্যদাতাকে দেওয়া হবে।

বিধানে ব্যবহৃত ভাষার বাধ্যতামূলক প্রকৃতি সত্ত্বেও, ধারাটি লঙ্ঘিত হলে কোনও পরিণতি প্রদান করা হয়নি। এই আদালত বেশ কয়েকটি রায় উল্লেখ করেছে যা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা নির্ধারণ করেছে, কোনও বিধান বাধ্যতামূলক বা ডিরেক্টরি কিনা, এবং তারপরে রায় দিয়েছে যে ধারা ১৫৪ (২) ডিরেক্টরি ছিল।

১৯) যাইহোক, শ্রী ত্রিপাঠি বিখরাজ জয়পুরিয়া বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (১৯৬২) ২ এস. সি. আর ৮৮০-এর রায়ের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছেন। সেই মামলায়, এই আদালত স্থির করেছিল যে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর ১৭৫ (৩) ধারায় থাকা বিধান, যার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে চুক্তিগুলি নির্ধারিত ফর্মে কার্যকর করা প্রয়োজন, বাধ্যতামূলক প্রকৃতির ছিল, যদিও এই ধারাটি অমান্য করার জন্য কোনও পরিণতি নির্ধারণ করেনি। এই আদালত ম্যাক্সওয়েল অন ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাটিউটস, ১০ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৭৬-এর একটি শিক্ষণীয় অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ:

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি ১১৬৩

[আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

"এটি বলা হয়েছে যে, আদেশটিকে একটি নিছক নির্দেশ বা নির্দেশ হিসাবে বিবেচনা করা হবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য কোনও নিয়ম নির্ধারণ করা যাবে না, যা তার অবজ্ঞার কোনও অবৈধ পরিণতি জড়িত নয়, বা বাধ্যতামূলক হিসাবে, অবাধ্যতার জন্য একটি অন্তর্নিহিত বাতিলকরণ সহ, মৌলিক একটির বাইরে যে এটি আইনের সুযোগ এবং উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।সম্ভবত এটি বলা সাধারণভাবে সঠিক বলে মনে করা যেতে পারে যে বাতিলকরণ অবাধ্যতার স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক পরিণতি, তবে প্রশ্নটি মূলত সুবিধা এবং ন্যায়বিচারের বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যখন সেই ফলাফলটি নির্দোষ ব্যক্তিদের সাধারণ অসুবিধা বা অবিচারের সাথে জড়িত হবে, বা অবহেলার জন্য দোষীদের সুবিধা দেবে, তখন আইনের আসল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রচার না করে, এই ধরনের অভিপ্রায় আইনসভাকে দায়ী করা হবে না। বিবেচনাধীন সংবিধির পুরো সুযোগ এবং উদ্দেশ্য অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত।

তারপর এটি স্থির করে যে বিধানটি সাধারণ মানুষের স্বার্থে ছিল কারণ রাষ্ট্র এবং বেসরকারী ব্যক্তির মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি করা হয়েছে কিনা এই প্রশ্নটি বিতর্ক এবং মামলা মোকদ্দমার জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ম্যাক্সওয়েল (উপরে উল্লিখিত) হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে, সুবিধা এবং ন্যায়বিচারের বিবেচনাগুলি সর্বোপরি, এবং যদি সাধারণ অসুবিধা বা অবিচার ফলাফল হয়, আইনের আসল উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য প্রচার না করে, তবে বিধানটি অবশ্যই ডিরেক্টরি হিসাবে ঘোষণা করা উচিত।

২০। এইভাবে দেখা যাবে যে ৩৪ (৫) ধারাটি মেনে না চলাকে ক্ষমা করার জন্য আদালতের ক্ষমতাকে বিবেচনা করে না। এটা মনে রাখা আবশ্যক যে, এই বিধানটি পদ্ধতিগত, যার পিছনে উদ্দেশ্য হল ৩৪ ধারার অধীনে আবেদনগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা। একজনকে অবশ্যই কৈলাশ (উপরে উল্লিখিত)-এ থাকা বিজ্ঞ পর্যবেক্ষণটি মনে রাখতে হবে, যেখানে এই ধরনের বিধানের উদ্দেশ্য কেবল শুনানি ত্বরান্বিত করা এবং এটিকে বাতিল করা নয়। পদ্ধতির সমস্ত নিয়ম ন্যায়বিচারের সহায়ক এবং যদি ন্যায়বিচারের কারণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, এটি স্পষ্ট করা হয় যে এই ধরনের বিধানকে ডিরেক্টরি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, তাহলে তাই হোক।

২১) সিপিসি-র ৮০ ধারার মামলাটি নিন। উক্ত বিধানের অধীনে, প্রিভি কাউন্সিল এবং তারপর আমাদের আদালত ধারাবাহিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে উক্ত ধারা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদানের দুই মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে মামলা বৈধভাবে দায়ের করা যাবে না।

১) বিক্রাজ জয়পুরিয়া বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (১৯৬২) ২ এস. সি. আর ৮৮০, অনুচ্ছেদ ১৬।

যদি এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বা উক্ত দুই মাসের সময়কাল শেষ হওয়ার আগে এই ধরনের মামলা দায়ের করা হয়, তবে এই ধরনের মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ করতে হবে। এর কারণটি বিহারী চৌধুরী এবং আরেকজন বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা, (১৯৮৪) ২ এস. সি. সি ৬২৭-এ সম্মানের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নরূপঃ

"৩) এরপর আমরা ধারাটির পরিকল্পনা পরীক্ষা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই ধারাটি জননীতির একটি পরিমাপ হিসেবে প্রণীত হয়েছে যার উদ্দেশ্য হল সরকার বা কোনও সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের আগে, সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে মামলা দায়েরের প্রস্তাবিত দাবিটি যাচাই করার সুযোগ দেওয়া এবং যদি এটি ন্যায্য দাবি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং এর ফলে অপ্রয়োজনীয় মামলা এড়ানো এবং বিজ্ঞপ্তি জারিকারী ব্যক্তিকে যথেষ্ট ব্যয় এবং বিলম্বের মামলা দায়ের করতে বাধ্য না করে দাবি নিষ্পত্তি করে জনসাধারণের সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করা। বেসরকারি পক্ষগুলির বিপরীতে, সরকার থেকে আশা করা হয় যে তারা উপযুক্ত মনে করতে পারে এমন আইনি পরামর্শ পাওয়ার পর বিজ্ঞপ্তিের আওতাভুক্ত বিষয়টিকে সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করবে এবং ধারা দ্বারা অনুমোদিত দুই মাসের মধ্যে জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত নেবে যে দাবিটি ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত কিনা এবং তাই, দ্রুত আলোচনা এবং নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিবেচনা করা উচিত কিনা অথবা মামলা দায়েরের সময় এবং সময়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করে দাবিটি প্রতিহত করা উচিত কিনা। এই ধারায় থাকা বাধ্যতামূলক বিধানের অন্তর্নিহিত স্পষ্টতই একটি জনসাধারণের উদ্দেশ্য রয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত মামলার বিশদ বিবরণ উল্লেখ করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং সরকার বা কোনও সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের আগে তাদের দুই মাস সময় দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই ধারার উদ্দেশ্য হল ন্যায়বিচারের অগ্রগতি এবং অপ্রয়োজনীয় মামলা এড়িয়ে জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চিত করা।"

২২) ধারা ৮০, যদিও একটি পদ্ধতিগত বিধান, জনস্বার্থে ধারণা করা হয়েছে বলে বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হয়েছে, এর অন্তর্নিহিত জনসাধারণের উদ্দেশ্য হল ন্যায়বিচারের অগ্রগতি, সরকারকে ন্যায়সঙ্গত দাবি যাচাই-বাছাই করার এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ প্রদান করে, যাতে বিজ্ঞপ্তি জারিকারী ব্যক্তিকে যথেষ্ট ব্যয় এবং বিলম্বের মামলা দায়ের করতে না হয়।

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি ১১৬৫

[আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

এটি ধারা ৩৪(৫) এর সাথে তুলনা করা উচিত, যা একটি পদ্ধতিগত বিধানও, যার লঙ্ঘনের কোনও পরিণতি হয় না। এই ধরনের বিধানকে বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচনা করা ন্যায়বিচারের অগ্রগতিকে পরাজিত করবে কারণ এটি ধারা ৩৪ (৫)-এর প্রয়োজনীয়তা মেনে না গিয়ে দায়ের করা আবেদন খারিজ করার পরিণতি প্রদান করবে, যার ফলে ন্যায্যতার উপাদানকে কবর দিয়ে ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হবে।

২৩) তবে, শ্রী ত্রিপাঠির মতে, ধারা ৩৪-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনটি একটি পূর্বশর্ত, এবং যদি অন্য পক্ষকে কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি জারি না করা হয়, আবেদনকারীর দ্বারা উল্লিখিত প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি সমর্থনকারী একটি হলফনামা সহ না করা হয়, তবে এই ধরনের আবেদন, একটি নন-স্টার্টার হওয়ায়, ধারা ৩৪ (৩)-এ উল্লিখিত ১২০ দিনের সময়কালের শেষে খারিজ করতে হবে। আমরা এখানে উপরে যা বলেছি তা ছাড়াও, অন্যথায়, ধারা ৩৪-এর একটি সরল পাঠে, এটি অনুসরণ করে না। ধারা ৩৪ (১) নিম্নরূপ পড়েঃ

"৩৪) সালিসী রায় বাতিল করার আবেদন-(১) সালিসী রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন শুধুমাত্র উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী এই ধরনের রায় বাতিল করার আবেদনের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

এর অনুপস্থিতির কারণে যা সুস্পষ্ট তা হল উপ-ধারা (৫)-এর কোনও উল্লেখ। ধারা ৩৪ (১)-এর একমাত্র প্রয়োজনীয়তা হল কোনও পুরস্কার বাতিল করার জন্য আবেদনটি উপ-ধারা (২) এবং (৩) অনুসারে করা। এটি, আবার, এই সত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যে এমনকি আইনীভাবে, উপ-ধারা (৫) একটি পূর্বশর্ত নয়, বরং একটি পদ্ধতিগত বিধান যা ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদনগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হ্রাস করতে চায়। আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন-একই সংশোধনী আইনটি একটি নতুন ধারা ২৯ক-তে আনা হয়েছে। এই বিধানটি নিম্নরূপঃ

"২৯ক) সালিসী ট্রাইব্যুনাল রেফারেন্সে প্রবেশের তারিখ থেকে বারো মাসের মধ্যে রায় প্রদান করা হবে।

ব্যাখ্যা-এই উপধারার উদ্দেশ্যে, যে তারিখে সালিসকারী বা, ক্ষেত্রমত, সমস্ত সালিসকারী তাঁদের নিয়োগের বিষয়ে লিখিত বিজ্ঞপ্তি পেয়েছেন, সেই তারিখে একটি সালিস ট্রাইব্যুনাল রেফারেন্স দাখিল করেছে বলে মনে করা হবে।

(২) সালিসী ট্রাইব্যুনাল রেফারেন্সের উপর প্রবেশের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে যদি রায় দেওয়া হয়, তবে সালিসী ট্রাইব্যুনাল পক্ষগুলি যতটা সম্মত হয় ততটা অতিরিক্ত ফি পাওয়ার অধিকারী হবে।

(৩) পক্ষগুলি, সম্মতি দ্বারা, উপ-ধারা (১)-এ নির্দিষ্ট সময়সীমা আরও ছয় মাসের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে নির্দিষ্ট বর্ধিত সময়ের মধ্যে রায় না দেওয়া হলে সালিসকারীর (গুলি) আদেশ বাতিল হয়ে যাবে, যদি না আদালত, এইভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বা পরে, সময়সীমা বাড়ায়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারার অধীনে সময়সীমা বাড়ানোর সময় আদালত যদি মনে করে যে সালিসী ট্রাইব্যুনালের কারণে কার্যধারা বিলম্বিত হয়েছে, তা হলে এই ধরনের বিলম্বের জন্য প্রতি মাসে সালিসকারীদের ফি অনধিক পাঁচ শতাংশ কমানোর নির্দেশ দিতে পারে।

২৪) এই বিধান থেকে দেখা যাবে যে, ধারা ৩৪ (৫) এবং (৬)-এর বিপরীতে, যদি বিভাগে নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের বাইরে কোনও পুরস্কার দেওয়া হয়, তবে সালিসকারীর আদেশ বাতিল করার পরিণতি স্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে। এই বিধানটি ধারা ৩৪ (৫) এবং (৬)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে, উপরে যেমন বলা হয়েছে, যদি ধারা ৩৪-এর অধীনে আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়কাল শেষ হয়ে যায়, তবে কোনও পরিণতি প্রদান করা হয় না। এটি আরও একটি ইঙ্গিত দেয় যে একই সংশোধনী আইন, যখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সময়কাল প্রদান করেছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন পরিণতির উদ্দেশ্যে তা করেছিল।

২২) শ্রী ত্রিপাঠি তখন যুক্তি দেখান যে ধারা ৩৪ (৫) ধারা ৩৪ (৬) থেকে স্বাধীন এবং এটি নিজেই আইনের একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা। এর দুটি উত্তর রয়েছে। প্রথমটি হল যে উপ-ধারা (৬) উপ-ধারা (৫)-এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি অন্য পক্ষের উপর জারি করার তারিখকে বোঝায়। এটি এই কারণে যে আবেদন জমা দেওয়ার পূর্ববর্তী তারিখটি ধারা ৩৪ (৬)-এ উল্লিখিত এক বছরের সময়কালের সূচনা বিন্দু হতে হবে। তাই ধারা ৩৪ (৬)-এর স্পষ্ট ভাষা, শ্রী ত্রিপাঠির এই জমা দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। দ্বিতীয়ত, উপ-ধারা (৫) উপ-ধারা (৬) থেকে স্বাধীন একটি বিধান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলেও, আইনে একই পরিণতি হবে - অর্থাৎ, যদি এই ধরনের পূর্ব বিজ্ঞপ্তি জারি না করা হয় তবে কোনও পরিণতি প্রদান করা হবে না। অতএব, এই দাখিলটি অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি ১১৬৭

[আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

২৬) আমরা এখন হাইকোর্টের কিছু রায়ে আসি। পাটনা[২], কেরালা[৩], হিমাচল প্রদেশ[৪], দিল্লি[৫] এবং গুয়াহাটির[৬] হাইকোর্টগুলি সকলেই এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে ধারা ৩৪ (৫) প্রকৃতির বাধ্যতামূলক। যার উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা হয় তা হল ধারা ৩৪ (৫)-এ ব্যবহৃত ভাষার বাধ্যতামূলক প্রকৃতির সাথে বিধান দ্বারা অর্জন করা উদ্দেশ্য। একইভাবে, সিপিসির ধারা ৮০ এর সাথে সাদৃশ্য তৈরি করে একই ফলাফলে পৌঁছানো হয়েছে। অন্যদিকে, গ্লোবাল এভিয়েশন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম এয়ারপোর্ট অথরিটিস অফ ইন্ডিয়া,[৭] মামলায়, বোম্বে হাইকোর্ট তাদের উত্থাপিত ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে, আমাদের কিছু রায় অনুসরণ করে বলেছে যে, এই বিধানটি নির্দেশিকা, মূলত কারণ নির্দিষ্ট সময়সীমা লঙ্ঘনের জন্য কোনও ফলাফল প্রদান করা হয়নি।যখন এই যুক্তির মুখোমুখি হয় যে বিধানটির উদ্দেশ্যটি যদি ডিরেক্টরি হিসাবে বিবেচিত হয় তবে এটিকে অযৌক্তিক হিসাবে অনুবাদ করা হবে, তখন বোম্বে হাইকোর্টের মনোনীত একক বিচারক নিম্নরূপ রায় দিয়েছেনঃ

"১৩৩) যতদূর পর্যন্ত উত্তরদাতার জন্য ন্যস্ত কৌঁসুলির জমা দেওয়া যে ধারা ৩৪ (৫) যদি ডিরেক্টরি হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে সংশোধনীগুলির পুরো উদ্দেশ্যটি অযৌক্তিক হিসাবে উপস্থাপিত হবে, আমার মতে, উত্তরদাতার জন্য ন্যস্ত আইনজীবীর দ্বারা করা এই জমা দেওয়ার কোনও যোগ্যতা নেই। যেহেতু এর অনুপালনের ক্ষেত্রে উক্ত বিধানে কোনও ফলাফলের ব্যবস্থা করা হয়নি, তাই উক্ত বিধানটিকে বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। বিষয়টি নিয়ে কার্যধারায় কোনও বিলম্ব এড়ানোর উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই বম্বে হাইকোর্টের (মূল পক্ষ) বিধিতে যথাযথ নিয়ম সন্নিবেশের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। আদালত সর্বদা আবেদনকারীকে নথি এবং কার্যধারার সাথে অন্য পক্ষের উপর বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দিতে পারে যে বিষয়টি আদালত ভর্তির পাশাপাশি চূড়ান্ত শুনানির জন্য শুনানির আগে। সালিশ আবেদন দায়ের করার আগে পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি জারি না করার জন্য ধারা ৩৪ এর অধীনে কোনও রায়কে বিরোধিতা করার জন্য কোনও পক্ষের স্বার্থান্বেষী অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না।

২) "বিহার রাজ্য ভূমি বিকাশ ব্যাঙ্ক সমিতি বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা, এল. পি. এ. নং. ২০১৬-এর ১৮৪১, ২০১৬ সালের সিডবলুজেসি নং ৭৪৬-এ [সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৮.১০.২০১৬-এ]

৩) শামসুদ্দিন বনাম শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স কো. লিমিটেড, এআরবি. এ. নং ২০১৬ সালের ৪৯ [১৬.০২.২০১৭-এ স্থির করা হয়েছে]

৪) মাধব হাইটেক ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড বনাম এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স এবং অন্যান্যরা, ২০১৬ সালের ও. এম. পি. (এম) নং ৪৮ [সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৪.০৮.২০১৭-এ]

৫) মেশিন টুল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বনাম স্প্লেন্ডার বিল্ডভেল প্রাইভেট. লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, ২০১৮ সালের ও. এম. পি. (সি. ও. এম. এম.) ১৯৯-২০০ [সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৯.০৫.২০১৮-এ]

৬) ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম দুর্গা কৃষ্ণ স্টোর প্রাইভেট. লিমিটেড, আরব, ২০১৮-এর এ. ১ (সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৩১.০৫.২০১৮-এ]

৭) ২০১৭ সালের বাণিজ্যিক সালিসি আবেদন নং ৪৩৪ [২১/০২/২০১৮-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।]

উপরোক্ত রায়ের পরে বোম্বে[৮] এবং কলকাতা[৯] হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়গুলিও এসেছে।

২৭) আমাদের অভিমত হল যে, বম্বে ও কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারা উপস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গি আইনের সঠিক অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। তবে, আমরা যোগ করতে পারি যে, আবেদনকারী বা আদালত কর্তৃক বিপরীত পক্ষকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে এক বছরের সময়সীমা বজায় রাখার জন্য ৩৪ ধারার আবেদন দায়ের করা প্রতিটি আদালতের প্রচেষ্টা হবে। ধারা ৩৪ (৩)-এ উল্লিখিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর আদালত যদি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, তা হলে প্রতিটি আদালত উক্ত আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে ধারা ৩৪-এর আবেদন নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে, যা বাণিজ্যিক আদালতের ধারা ১৪, হাইকোর্টের বাণিজ্যিক বিভাগ ও বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ আইন, ২০১৫-তে দেওয়া হয়েছে। এটি ২০১৫ সালের সংশোধনী আইনের ধারা ১৩ (৬) যোগ করে অর্জিত উদ্দেশ্যকে কার্যকর করবে।

২৮) আমরা আরও যোগ করতে পারি যে, বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিভাগ এবং হাইকোর্ট আইন, ২০১৫-এর 'বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ'-এর ১৪ ধারার সঙ্গে পঠিত ধারা ১০-এর আওতায় থাকা মামলাগুলিতে, বাণিজ্যিক আপিল বিভাগ নির্ধারিত ছয় মাসের মধ্যে তার কাছে দায়ের করা আপিলগুলি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে। যে আপিলগুলি এইভাবে অন্তর্ভুক্ত নয় সেগুলিও যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পত্তি করা হবে, বিশেষত আপিল দায়ের করার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে। যেহেতু বর্তমান আপিল ধারা ৩৪ (৫)-কে ডিরেক্টরি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাই আমরা ডিভিশন বেঞ্চের সামনে লেটার্স পেটেন্ট আপিলের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার বিষয়ে শ্রী রাইয়ের বিকল্প আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন খুঁজে পাইনি।

২৯) ফলস্বরূপ, আপিল অনুমোদিত হয় এবং পাটনা হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হয়। বর্তমান মামলায় দায়ের করা ধারা ৩৪ আবেদনটি এখন তার যোগ্যতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হবে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল অনুমোদিত।

৮) মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড বনাম সিম্প্লেক্স গায়ত্রী কনসোর্টিয়াম এবং অন্যান্যরা, ২০১৭ সালের ৪৫৩ নবাণিজ্যিক সালিসি আবেদন। [১৯.০৪.২০১৮ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে]।

৯) শ্রেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স লিমিটেড বনাম ক্যান্ডোর গুরগাঁও টু ডেভেলপারস অ্যান্ড প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮ সালের এ. পি. নং ৩৪৬ [সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১২.০৭.২০১৮-এ।]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen